Department of Bengali
Patna University
Subject Bengali
SemIII Unit-II CC- 10
Teacher- Dr. Sagar Sarkar

Topic- Early episodes of Bengali prose (বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব)

শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা গদ্য সাহিত্য

বাংলা সমাজ সংস্কৃতি তথা সাহিত্য জগতের উনবিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক ভূমিকা অনস্বীকার্য।শতাব্দী শুরুতেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ শাসক শক্তির আগমনে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অচলায়তন' সমাজের জীর্ণ কুটিরে শিক্ষার আলো প্রবেশ করে। যুক্তিবাদিতার নিগড়ে যুগ সঞ্চিত সংস্কারের আড়াল ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করলো বাংলা সমাজ। ফলে শুধু সমাজ সংঘাত নয় সেইসাথে ভাব জগতের বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারিতারি অবশ্যম্ভাবী ফলন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবন দর্শনের চেতনার জগতে ও স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া।ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের নিজেদের স্বার্থে নিজেদের ধর্মপ্রচারে উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ প্রচার অনুবাদ ভিন্ন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করলেও পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে আহ্বান করে তুলেছিল কোন কোন দিক থেকেই।

১৮০০ সানে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা সাথে সাথে মিশনের প্রেসের কাজও শুরু হয়ে যায়। বাংলা গদ্যের চর্চার ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান অনেকখানি। প্রধানতপ্রধানত বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার এর জন্যই কলকাতার নিকটবর্তী হুগলি শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল খ্রিস্টান মিশনারীরা। ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিদিনের কাজ কর্মে এবং জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষার গুরুত্ব দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে। ইংরেজরা শাসন কার্য পরিচালনার জন্য গদ্য চর্চা করতে থাকেন।বিশেষ প্রয়োজন বোধ কে সামনে রেখেও মিশনারীরা লেখ্য ভাষা গড়ে তোলার যে প্রত্যাখ্য প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাতে বাংলা গদ্যের উদ্ভব পর্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে এলেন উইলিয়াম কেরি ও টমাস। নিজেদের ধর্মকে এদেশের মানুষের কাছে পৌছে দিতে তা বাংলা অনুবাদ করা বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করলেন তারা।আর সেজন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এর কাজ আরম্ভ হয়। এখান থেকেই বাইবেল অনুবাদ ও প্রচার পুস্তিকা এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ(১৮০১) ও কাশীদাসী মহাভারত(১৮০২) প্রথম মুদ্রিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড এ তিনজনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা গদ্য চর্চার জন্য। মূলত নিজেদের ধর্ম প্রচারে কে হাতিয়ার করেছিলেন তারা। তারা অনুভব করেছিলেন খ্রিস্টান ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থাদির তুলনামূলক আলোচনা করলে এবং হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, কুফল বিভিন্ন কুসংস্কার তুলে ধরলে বাঙালি হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হারিয়ে ক্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। তাই তারা একদিকে রামায়ণ ও মহাভারত ছেপে প্রকাশ করলেন এবং অন্যদিকে দেশীয় ভাষায় বাইবেল লিখে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলে । খ্রিস্টান মিশনারীরা মনে করেছিল হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবে, তাই শ্রীরামপুর মিশন থেকে

বাংলা সহ প্রায় কুড়িটি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন মিশনারীরা। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়ে ছিল।যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ দীর্ঘকাল ধরে সুদৃঢ় ঐতিহ্য উপর দাঁড়িয়ে আছে , বহু আঘাত সহ্য করেও তা টলেনি তাকে দুটি টেস্টামেন্টের অনুবাদে যে বিচ্যুতি করা যায় না তা বোধহয় কেরি সহ অন্যান্য খ্রিস্টান মিশনারীরা তা উপলব্ধি করতে পারেননি।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ প্রচার পুস্তিকা-

(ক) পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ: কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য হালহেড যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন তাতেই সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ ব্যবহৃত হয় এবং তা প্রস্তুত করেন কোম্পানির অপর এক কর্মচারী উইলকিন্স। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এর কাজের জন্য পঞ্চানন কর্মকার এর সহায়তায় কাঠের বাংলা হরফ তৈরি করেন। শ্রীরামপুর মিশন বাংলা গদ্যে প্রথম পাঠ্যপুস্তক ব্যাকরণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রকাশ করেন। এরএর মধ্যে রয়েছে কেরির সংস্কৃত ব্যাকরণ , ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, কোলব্রুকের সম্পাদনায় অমরকোষ উল্লেখযোগ্য এছাড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশ করে মিশনারীরা বাংলা ও বাঙালির উপকার করেছিলেন।

(খ) বাইবেলের অনুবাদ ও প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ- মূলত উইলিয়াম কেরির চেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাজ শুরু হওয়ার আগেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত গস্পেল অফ সেন্ট (Gospel of st. Mathews) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে,৭ ই ফেব্রুয়ারি মূল গ্রিক থেকে অনূদিত হয়। তারপর১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ বাইবেল ধর্মপুস্তক নামে প্রকাশিত হয় ।

(গ) ইতিহাস সাহিত্য ও জ্ঞান- বিজ্ঞান মূলক রচনা প্রকাশ: উইলিয়াম কেরির যোগ্যতম সহকর্মী ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান।সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদে তিনি কেরি সাহায্য করেন।মার্শম্যান ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই রচনা করেন "ভারতবর্ষের ইতিহাস "2 খন্ড(১৮৩১), "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৪৮)ইত্যাদি। এছাড়া শ্রীরামপুর স্কুল বুক সোসাইটি থেকে মুদ্রিত হয় লসন, কিথ, বাটন প্রমুখদের রচনা।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান পুরুষ কেরি বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত মারাঠি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তবে তার বাইবেলের অনুবাদে বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে পারেনি। ক্যারিক্যারি সাহেব অনুবাদের ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি তারা কারণ অনুবাদ ইংরেজি বাক্য গঠনের ইতি গ্রহণ করেছিলেন।এছাড়া নিকৃষ্ট তৎসম শব্দের বাহুল্য জটিল আরষ্ঠ বাক্য গঠন রীতি য্যোতি স্থাপনের দুর্বলতা, কেরির গদ্য অনুবাদ এর প্রধান ত্রুটি।

বাংলা গদ্যে শ্রীরামপুর মিশনের গুরুত্ব:

(ক) শ্রীরামপুর মিশন এর প্রতিষ্ঠাকাল ধর্ম প্রচারের জন্য এবং সে উদ্দেশ্যেই তারা গদ্য রচনা করেছিলেন। তাই খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গ কে দেশবাসীদের বোধগম্য ও উপভোগ্য করে তোলার তাগিদে তারা গদ্য রচনা ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে তাদের অন্তরের কৌতুহল ভাষার মূল প্রবণতা অনুসন্ধান ব্যাপৃত হয়েছিল। তাদের এই চেষ্টায় পরবর্তী বাংলা গদ্যের মুক্তির সম্ভাবনা কে গঠন করেছিল।

(খ) পুরাতন বাংলা কাব্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়

প্রকাশের ফলে এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার ফলে তাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।
(গ.) মুদ্রামুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক যুগের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি প্রভাবিত হতে পেরেছে।
(ঘ) বাঙালির মধ্যে আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেবার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব যথেষ্ট।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।১৮১৮ সালে এপ্রিল মাসে প্রকাশিত "দিকদর্শন" প্রথম মাসিক পত্রিকা এবং ১৮১৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত "সমাচার দর্পণ" প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা যা এই মিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে বাংলা গদ্য বিকাশে ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান সবিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য ।

সমাপ্ত